পাক্ষিক

আহমদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ
عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৬ বর্ষ ॥ ১৯শ সংখ্যা

২রা ফাল্গুন ১৩৮৯ বাংলা ॥ ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ ইং ॥ ১লা জমাদিউল আউয়াল ১৪০৩ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাংলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী

১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩

৩৬শ বর্ষ
১৯শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজামাতুল কুরআন সুরা মায়েদা (১১শ পারা, ১২শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : ধৈর্যের তাৎপর্য ও কল্যাণ	অনুবাদ : আহমদ সাদেক মাহমুদ	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* প্রতিশ্রুত পুত্র মুসলেহ মওউদ	অনুবাদ—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৫
* হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনী—১৬	মূল : হযরত মীর্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) অনুবাদ : অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান	১৩
* জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১১
* সংবাদ		২১

২০শে ফেব্রুয়ারী—'মুসলেহ্‌ মওউদ দিবস'
যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করুন

আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে ইলহাম প্রাপ্ত হইয়া হযরত মসীহ্‌ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ইং দ্বীনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও কালামুল্লাহ পবিত্র কুরআনের মর্যাদা প্রকাশার্থে এক অসাধারন গুণ সম্পন্ন সংস্কারক পুত্র 'মুসলেহে মওউদ'-এর জন্মলাভ সম্বন্ধে এক সুবিস্তারিত অতি মহান ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, যাহা মহা জাঁকজমকের সহিত সুউজ্জল রূপে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ)-এর পবিত্র জীবনে ৫২ বৎসর স্থায়ী তাঁহার অসাধারন কৃতিত্বপূর্ণ খেলাফতকালে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়। উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার বিভিন্ন দিক এবং হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) এর অসাধারণ গুণাবলী, অবদান ও সুদূরপ্রসারী কল্যাণপূর্ণ কার্য্যাবলীসহ তাঁহার পবিত্র জীবনের উপর আলোকপাত করিয়া প্রতিটি জামাতে যথারীতি উক্ত তারিখে ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ আলোচনা-সভার আয়োজন করিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ১৯শ সংখ্যা

৩রা ফাল্গুন ১৩৮৯ বাংলা : ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ ইং : ১৫ই তবলীগ ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা মায়েদা

[মদীনায় অবতীর্ণ। ইহাতে বিসমিল্লাহ্ সহ ১২১ আয়াত ও ১৬ রুকু আছে]

ষষ্ঠ পারা **১১শ রুকু**

৭৯। বনি ইসরাইলদের মধ্যে যাহারা কুফর করিয়াছে, তাহাদিগকে দাউদ ও মরিয়ম তনয় ঈসার মুখে অভিশপ্ত করা হইয়াছিল, ইহা এই কারণে হইয়াছিল যে তাহারা নাফরমানী করিত ও সীমা লংঘন করিত।

৮০। তাহারা যে অন্যায় আচরণ করিত উহা হইতে তাহারা একে অপরকে নিবৃত্ত করিত না ; তাহারা যাহা কিছু করিত, নিশ্চয় উহা অত্যন্ত মন্দ ছিল।

৮১। তুমি তাহাদের মধ্য হইতে অনেককে দেখিবে, যাহারা কুফর করিয়াছে তাহাদিগকে তাহারা সাহায্যকারী বানায়, তাহারা নিশ্চয় নিজেদের জন্য স্বেচ্ছায় পূর্ব হইতে যাহা প্রেরণ করিয়াছে উহা অত্যন্ত মন্দ ; ফলে আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারা আযাবে পড়িয়া থাকিবে।

৮২। যদি তাহারা আল্লাহ্র উপর এবং এই নবীর উপর এবং উহার উপর যাহা তাহার প্রতি নাযেল করা হইয়াছে ঈমান আনিত তাহা হইলে তাহারা তাহাদিগকে নিজেদের সাহায্যকারী বানাইত না ; কিন্তু তাহাদের মধ্য হইতে অনেকে নাফরমান।

৮৩। তুমি মোমেনদের সঙ্গে শত্রুতায় নিশ্চয় ইহুদীগণকে এবং যাহারা শেরক করিয়াছে তাহাদিগকে জনগণের মধ্যে সর্বাধিক কঠোর পাইবে, এবং তুমি মোমেনদের প্রতি ভালবাসার ব্যাপারে নিশ্চয় তাহাদের মধ্য হইতে সর্বাধিক নিকট তাহাদিগকে পাইবে যাহারা বলে, 'আমরা খৃষ্টান' ; ইহা এইজন্য যে তাহাদের মধ্য হইতে কিছু লোক আলেম এবং কিছু সংসারত্যাগী সাধু, এবং এই কারণেও যে তাহারা অহংকার করে না।

সপ্তম পারা

৮৪। এবং যখন তাহারা ঐ এলাহী কালামকে শুনে যাহা এই রসুলের উপর নাযেল করা হইয়াছে, তখন তুমি দেখিবে, যে পরিমাণ সত্য তাহারা উপলব্ধি করিয়াছে উহার কারণে তাহাদের চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হয় ; তাহারা বলে হে আমাদের রব্ব ! আমরা ঈমান আনিয়াছি সুতরাং তুমি আমাদিগকে সাক্ষীগণের তালিকাভুক্ত কর।

৮৫। এবং (বলে,) আমাদের কি হইয়াছে যে আমরা আল্লাহ্র উপর এবং যে সত্য আমাদের

নিকট আসিয়াছে উহার উপর ঈমান আনিব না, অথচ আমরা আকাঙ্খা করি, আমাদের রব্ব যেন আমাদিগকে নেক লোকদের অন্তর্ভুক্ত করেন ?

৮৬। সুতরাং আল্লাহ্‌ তাহাদের এই কথার বিনিময়ে তাহাদিগকে সেই বেহেশ্‌ত দান করিবেন যাহার তলদেশ দিয়া নহর সমূহ প্রবাহিত, তাহারা সেখানে বাস করিতে থাকিবে, এবং ইহাই কল্যাণকারীগণের জন্য পুরস্কার।

৮৭। এবং যাহারা কুফর করিয়াছে এবং আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলিয়াছে, তাহারা দোযখের অধিবাসী।

১২ রুকু

৮৮। হে ঈমানদারগণ! যাহা কিছু আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য হালাল করিয়াছেন উহাদের মধ্য হইতে পবিত্র বস্তু সমূহকে হারাম বলিও না এবং নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করিও না নিশ্চয় আল্লাহ্‌ সীমালঙ্ঘনকারিগণকে ভালবাসেন না।

৮৯। এবং যাহা কিছু আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে দান করিয়াছেন উহা হইতে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুগুলি খাও, এবং আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর যাঁহার উপর তোমরা ঈমান রাখ।

৯০। তোমাদের কসম সমূহের মধ্যে নিরর্থক (কসম) গুলির জন্য আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন না, বরং তোমরা যে পাকা কসম খাও (এবং পরে ভাঙ্গ) উহার জন্য তোমাদিগকে শাস্তি দিবেন, সুতরাং (এইরূপে কসম ভাঙ্গিলে) ইহার কাফ্‌ফারা দশজন দরিদ্র ব্যক্তিকে মাঝারি ধরনের খাবার দেওয়া, যেরূপ তোমরা তোমাদের পরিজনকে খাওয়াইয়া থাক; অথবা তাহাদিগকে বস্ত্র দেওয়া, অথবা একজন গোলামকে মুক্ত করা এবং যে ব্যক্তি ইহা না পারে (তাহার উপর) তিন দিনের রোজা (ওয়াজেব); যখন তোমরা কসম খাও এবং পরে ভাঙ্গ; তখন ইহাই তোমাদের কসমের কাফফারা; তোমরা তোমাদের কসম সমূহের হিফাযত কর; এইরূপে আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য নিজ আয়াত সমূহকে বর্ণনা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

৯১। হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা, ও ভাগ্য-নির্দেশক তীর সমূহ একান্ত নাপাক বস্তু, শয়তানী আমলের অন্তর্ভুক্ত; সুতরাং তোমরা এইগুলি হইতে বাঁচ, যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

৯২। শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শুধু শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র যিক্‌র ও নামায হইতে ফিরাইয়া রাখিতে চাহে; অতএব তোমরা কি (এই সব হইতে) নিবৃত্ত থাকিবে ?

৯৩। এবং তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং এই রসুলের আনুগত্য কর এবং সাবধান থাক; অতঃপর (এই সাবধান-বাণীর পরও) যদি তোমরা ফিরিয়া যাও, তবে জানিয়া রাখ যে, আমাদের রসুলের উপর ছিল কেবল স্পষ্টভাবে সংবাদ পৌছানো।

৯৪। যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং নেক কাজ করিয়াছে যখন তাহারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, পুনরায় তাকওয়া (-তে উন্নতি) করে এবং ঈমান আনে, পুনরায় তাকওয়া (-তে আরও উন্নতি) করে এবং কল্যাণ সাধন করে তাহা হইলে তাহারা যাহা কিছু খায় উহাতে তাহাদের কোন অপরাধ হইবে না; এবং আল্লাহ্‌ কল্যাণকারীগণকে ভালবাসেন। (ক্রমশঃ)

(তফসীর সগীর হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

ধৈর্যের তাৎপর্য ও কল্যাণ

১। হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন "সাবধান! কোন বিপদ ও দুঃখ-কষ্ট আপতিত হওয়ার কারণে কেহ যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি অত্যধিক কষ্ট হয় তাহা হইলে এরূপ বলিতে পারে, 'হে আল্লাহ্! যতদিন আমার জীবন আমার জন্য মঙ্গলজনক হয়, ততদিনই আমাকে জীবিত রাখ, আর যখন মৃত্যু আমার পক্ষে শ্রেয় হয় তখন আমাকে মৃত্যু দান কর। (বোখারী)

২। হযরত খাব্বাব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, মক্কার জীবদ্দশায় মুশরেকদের পক্ষ হইতে আমাদিগকে (মুসলমানগণকে) যখন সীমাতিরিক্ত দুঃখ-যাতনা দেওয়া আরম্ভ হইল তখন আমরা হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট অভিযোগের সুরে নিবেদন জানাইলাম যে, "হুজুর! খোদাতায়ালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং (কাফেরদের বিরুদ্ধে) দোওয়া করুন।" তিনি (সাঃ) তখন খানা-কা'বার প্রচীরের ছায়ায় একটি চাদরের উপর শায়িত ছিলেন। হুজুর (সাঃ) আমাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের নেক ব্যক্তিদিগকে শত্রুরা মাটিতে গাড়িয়া মাথার উপর হইতে করাত চালাইয়া তাহাদিগকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিত এবং লোহার চিরণী দিয়া দেহ হইতে মাংস আঁচড়াইয়া ফেলিত। তথাপি তাঁহারা সত্য ধর্ম পরিত্যাগ করিতেন না। আর খোদার কসম! এই দ্বীনে-ইসলামও সমগ্র আরব ব্যাপী অচিরে ছড়াইয়া পড়িবে এবং সকল প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হইবে। এমন কি মানুষ উষ্ট্র বা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া একাকী সান'য়া হইতে হাযরামওত পর্যন্ত এরূপ নিরাপদে সফর করিবে যে খোদা ছাড়া কাহাকেও সে ভয় করিবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া কর।" (বোখারী)

৩। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি বীর পুরুষ নয় যে কুস্তিতে অপরকে ধরাসায়ী করিয়া দেয় বরং প্রকৃত বাহাদুর তো হইল সে ব্যক্তি যে ক্রোধ ও উত্তেজনার মুহূর্তে আত্মসংযমী হয়। (বোখারী)

৪। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর নিকট নিবেদন করিল, 'আমাকে কোন উপদেশ দান করুন।' ফরমাইলেন, 'অধিক ক্রোধের বশবর্তী হইয়া পড়িও না।' সে বলিল, 'আরও কিছু উপদেশ দান করুন।" পুনরায় ফরমাইলেন, 'রাগ করিও না।" সে পুনরায় প্রশ্ন করিল। প্রত্যুত্তরে তিনি একই পুনরুক্তি করিলেন। (বোখারী)

৫। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাঃ) ফরমাইয়াছেন, "আমার পরে কোন কোন এরূপ শাসক হইবে যাহারা তোমাদের হক ও অধিকার তোমাদিগকে প্রদান করিবে না।" সাহাবা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে আল্লাহ্র রসুল! ঐ সময় আমরা কি করিব?' ফরমাইলেন, "শাসকদের যে সকল হক্ ও অধিকার তোমাদের উপর বর্তায় তাহা তোমরা প্রতিপালন করিবে এবং তোমাদের যে সকল হক্ ও অধিকার তাহাদের উপর ন্যাস্ত হয় তাহা তোমরা আল্লাহ্তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিও এবং বিদ্রোহ করিও না।"

(রিয়াজুস-সালেহীন)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

"মনে এই চায়, দীক্ষিতগণ যেন শুধু আল্লাহর খাতিরে সফর করে আসেন এবং নিজেদের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে ফিরে যান।

"এ জলসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এই ছিল যে, আমাদের জামাতের লোক যেন কোনরূপে বার বার সাক্ষাৎ ও মিলনের দ্বারা এমন এক পরিবর্তন নিজেদের মধ্যে লাভ করেন যার ফলে তাদের অন্তর আখেরাতের দিকে সম্পূর্ণ ঝুঁকে যায় এবং তাঁদের মধ্যে খোদাতায়ালার খওফ ও ভীতির সৃষ্টি হয়, তারা যেন সংসার নির্লিপ্ততা, তকওয়া, খোদা ভীরুতা, পরহেজগারী, নম্রতা ও পারস্পরিক ভালবাসা এবং ভ্রাতৃস্নেহে অপরাপর সকলের জন্য এক নমুনা ও দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে যান এবং বিনয়, নম্রতা ও অমায়িকতা এবং সত্যপরায়ণতা তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, এবং মহান দ্বীনি কর্যাবলী ও অভিযানে প্রণচঞ্চল ও উদ্যোগী হয়ে উঠেন।"

"মনে এই চায়, দীক্ষিতগণ যেন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র খাতিরে সফর করে আসেন এবং আমার সাহচর্যে থাকেন এবং কিছুটা (নৈতিক ও আধ্যাত্মিক) পরিবর্তন সৃষ্টি করে ফিরে যান। কেননা মৃত্যুর কোন ভরসা নাই। আমাকে দেখাতে দীক্ষিতদের ফায়দা রয়েছে। কিন্তু আমাকে প্রকৃতপক্ষে সেই দেখে যে ধৈর্য সহকারে দ্বীনের অন্বেষণ ও অনুসরণে আত্মনিয়োজিত এবং একমাত্র দ্বীনেরই অভিলাষী হয়। সুতরাং এরূপ পবিত্র লোকের আগমনই সর্বদা উত্তম।"

"এ জলসা এমন তো নয় যেমন দুনিয়ার মেলাগুলির ন্যায় অনার্থক ইহার অনুষ্ঠান বাধ্যকর হয়, বরং ইহার অনুষ্ঠান মহব্বত, সৎ নিয়ত এবং উত্তম ফলরাশীর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর শীল। .....আমি কখনও চাই না যে, সাম্প্রতিকালের কোন কোন গদ্দিনশীল পিরজাদাদের ন্যায় শুধু বাহ্যিক আড়ম্বর ও জৌলুশ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমার বয়েতকারীদের একত্রিত করি, বরং সেই মোক্ষ উদ্দেশ্য যার জন্য আমি উপায় ও পন্থা অবলম্বন করি তা হলো আল্লাহ্‌র বান্দাদের ইসলাহ্ ও আত্মশুদ্ধি।

আমি দোওয়া করি, এবং যতদিন আমি বেঁচে থাকি, ততদিনই দোওয়া করতে থাকবো, আর সে দোওয়া এই যে, খোদাতায়ালা যেন আমার এই জামাতের লোকের হৃদয়কে পবিত্র করেন, তাঁর রহমতের হাত বাড়িয়ে তাদের অন্তরকে তাঁরই দিকে ফিরিয়ে দেন, এবং সকল প্রকারের অনিষ্টকারিতা ও হিংসা-বিদ্বেষ তাদের হৃদয় থেকে মুছে ফেলেন এবং পরস্পরের প্রতি সত্যিকার প্রীতি ও মহব্বত সৃষ্টি করে দেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে,

(৭-এর পাতা দ্রষ্টব্য)

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ ইং ঘোষিত

প্রতিশ্রুত পুত্র 'মুসলেহ মওউদ'

সংক্রান্ত ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী

[হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ ইং প্রকাশিত বিজ্ঞাপন যোগে তাঁর প্রতিশ্রুত মহান সংস্কারক পুত্র (মুসলেহ মওউদ) হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাঃ) এর জন্মলাভ, তাঁর অসাধারণ গুণাবলী ও কার্যাবলী এবং সেলসেলা আহমদীয়ার উন্নতি ও গৌরববৃদ্ধি সম্বন্ধে যে সুবিস্তৃত ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেছিলেন, যার প্রতিটি বাক্য ও শব্দ অলৌকিক রূপে বাস্তবায়িত হয়ে এক অম্লান ও চিরোজ্জ্বল নিদর্শন রূপে বিরাজ করছে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো—আঃ সাঃ মাঃ] ঃ

পরম কারুণিক, পরম দাতা, মহামহিমান্বিত খোদা, যিনি সর্বশক্তিমান—যাঁহার মর্যাদা মহা গৌরবময় এবং নাম অতীব মহান, আপন এলহাম দ্বারা সম্বোধন পূর্বক বলিলেন :

"আমি তোমাকে এক রহমতের নিদর্শন দিতেছি। তুমি যেভাবে আমার নিকট চাহিয়াছ, তদনুযায়ী আমি তোমার সকরুণ নিবেদনসমূহ শুনিয়াছি এবং তোমার দোওয়াসমূহকে করুনা-সহকারে কবুল করিয়াছি এবং তোমার সফরকে (হুসিয়ারপুর এবং লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করিয়াছি। সুতরাং, শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইতেছে। বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইতেছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইতেছ। হে বিজয়ী, তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলিয়াছেন, যাহারা জীবন-প্রত্যাশী তাহারা যেন মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করে এবং যাহারা কবরের মধ্যে প্রোথিত তাহারা বাহির হইয়া আসে, যাহাতে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহতায়ালার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য উহার যাবতীয় আশিসসহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা উহার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে আমি সর্বশক্তিমান —যাহা ইচ্ছা করি, তাহা করিয়া থাকি, এবং যেন তাহাদের প্রতীতি হয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি, এবং যাহারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম ও কেতাব এবং তাঁহার রসুল পাক মুহাম্মদ মুস্তফাকে অস্বীকার করে এবং অসত্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে, তাহারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়।

সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্রসন্তান তোমাকে দেওয়া হইবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করিবে। সেই পুত্র তোমারই ঔরসজাত, তোমারই সন্তান হইবে।

সুশ্রী পুত্র তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার নাম অনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদদাতাও বটে। তাহাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হইয়াছে। সে কলুষ হইতে পবিত্র। সে আল্লাহ্‌র নূর। ধন্য, যে আসমান হইতে আসে।

তাহার সঙ্গে 'ফযল' (বিশেষ কৃপা) আছে, যাহা তাহার আগমনের সহিত উপস্থিত হইবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং

তাহার সঞ্জিবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধি-মুক্ত করিবে। সে 'কলে-মাতুল্লাহ্'—আল্লাহ্‌র বাণী। কারণ, খোদার দয়া ও সক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হইবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাহাকে পরিপূর্ণ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে। (ইহার অর্থ বুঝি নাই)। সোমবার, শুভ সোমবার। সম্মানিত, মহৎ প্রিয় পুত্র।

"মাযহারুল আওয়ালে ওল আখেরে মাজারুল হক্কে ওল-উলা কায়ান্নাল্লাহা নাযালা মিনাস-সামা।"

অর্থাৎ আদি, অন্ত, সত্য ও মহত্বের বিকাশ-স্থল, যেন আল্লাহ্ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার আগমন অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতিঃ আসিতেছে, জ্যোতিঃ। খোদা তাহাকে তাঁহার সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে আপন রুহ্ ফুকিয়া দিব এবং খোদার ছায়া তাহার শীরে থাকিবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িবে এবং বন্দীদিগের মুক্তির কারণ হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। জাতি সমূহ তাহার নিকট হইতে আশিস ও কল্যাণ লাভ করিবে। তখন তাহার আত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হইবে।"

(ইশতাহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সন; তবলীগে-রেসালত, প্রথম জেল্‌দ।)

স্বীয় পরিবার, অন্তরঙ্গ বন্ধু ও অনুসারীবৃন্দ এবং সেলসেলার উন্নতি ও গৌরব বর্ধন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ

তারপর, খোদা জাল্লা শানুহু আমাকে সুসংবাদ দিয়া বলিয়াছেন:

"তোমার গৃহ আশিসে পরিপূর্ণ হইবে। আমি আমার দান সমূহ তোমার উপর পূর্ণ করিব। ভাগ্যবতী মহিলা, যাহাদের মধ্যে কতক জনকে তুমি পরে পাইবে। তোমার বহু বংশধর হইবে। আমি তোমার সন্তান-সন্ততি বহুল বাড়াইব এবং আশীষ-যুক্ত করিব। কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হইবে। তোমার বংশ ব্যাপকভাবে দেশ-বিদেশে বিস্তার লাভ করিবে। তোমার পিতৃকুলের প্রত্যেক শাখা কর্তন করা হইবে। তাহারা শীঘ্রই সন্তানহীন হইয়া শেষ হইয়া যাইবে। যদি তাহারা অনুতাপ না করে, তবে খোদা তাহাদের উপর বিপদের পর বিপদ অবতীর্ণ করিবেন। এমন কি তাহারা নিশ্চিহ্ন হইবে।.....

তোমার বংশ কখনও বিনষ্ট হইবে না এবং শেষ দিন পর্যন্ত সজীব থাকিবে। পৃথিবীর প্রলয়-কাল পর্যন্ত খোদা তোমার নাম সম্মানের সহিত বজায় রাখিবেন এবং তোমার 'আহ্বানকে' পৃথিবীর প্রান্তসমূহ পর্যন্ত পৌঁছাইবেন। আমি তোমাকে উত্তোলন করিব এবং আমার দিকে আহ্বান করিব। কিন্তু তোমার নাম ভূপৃষ্ঠ হইতে কখনো অন্তর্হিত হইবে না। ইহা নির্দ্ধারিত

হইয়াছে যে, যাহারা তোমার অবমাননার চিন্তায়রত এবং তোমার অকৃতকার্যতার জন্য চেষ্টা করে এবং তোমার বিলোপ সাধনের ধারণা পোষণ করে, তাহারা স্বয়ং অকৃতকার্য রহিবে এবং বিফলতার সহিত প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু খোদা তোমাকে সর্বতঃ ভাবে কৃতকার্য করিবেন এবং তোমার যাবতীয় মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন। আমি তোমার বিশুদ্ধ এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবদের দলকেও বৃদ্ধি করিব। তাহাদের ধন-জন আশীষযুক্ত করিব এবং উহাতে অধিক্য দিব। তাহারা বিদ্বেষপরায়ণ ও শত্রুভাবাপন্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর কেয়ামত পর্যন্ত প্রবল থাকিবে। খোদা তাহাদিগকে ভুলিবেন না। তাহারা আন্তরিকতা অনুযায়ী স্ব স্ব পুরস্কার লাভ করিবে। তুমি আমার নিকট বনি ইস্রায়িলের নবীগণের ন্যায় (অর্থাৎ প্রতিচ্ছায়া স্বরূপে তাহাদের অনুরূপ)। তুমি আমার নিকট আমার তৌহিদ তুল্য। তুমি আমা হইতে এবং আমি তোমা হইতে। সেই সময় আসিতেছে, বরং সন্নিকট, যখন খোদা বাদশাহ এবং ধনকুবেরগণের হৃদয়ে তোমার প্রেম সঞ্চার করিবেন। এমনকি, তাহারা তোমার কাপড় হইতে আশীষ অন্বেষণ করিবে।

হে অস্বীকারকারীগণ, ওহে সত্যের বিরোধীগণ, যদি তোমরা আমার দাসের সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ কর—যদি এই অনুগ্রহ ও দয়া সম্পর্কে তোমাদের কোন অস্বীকৃতি থাকে, যাহা আমি আমার বান্দার প্রতি করিয়াছি, তবে এই রহমতের নিদর্শনের ন্যায় তোমরাও তোমাদের সম্বন্ধে এমন কোন নিদর্শন উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি কখনও উপস্থিত করিতে না পার এবং স্মরণ রাখিবে যে, কখনও পারিবে না, তবে সেই অগ্নিকে ভয় কর, যাহা আদেশ-লঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদী এবং সীমা-অতিক্রামকারীদের জন্য প্রস্তুত আছে।"

(ইশতাহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ সন ; তবলীগে রেসালত প্রথম জেল্‌হদ)।

অনুবাদ—এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

অমৃত বাণী

(৪-এর পাতার পর)

এ দোওয়া কোন সময় কবুল হবে এবং খোদাতায়ালা আমার দোওয়া ব্যর্থ হতে দিবেন না। অবশ্য, আমি এ দোওয়াও করি যে যদি কোন ব্যক্তি আমার জামাতে খোদাতায়ালার জ্ঞান ও এরাদা অনুযায়ী চিরহতভাগ্য বলে সাব্যস্ত হয়ে থাকে, যার পক্ষে সত্যিকার পবিত্রতা ও খোদাভীরুতা হাসিল হওয়া আল্লাহ্‌র দরবারে একেবারেই নির্দিষ্ট না হয়ে থাকে, তাহলে হে কাদের ও সর্ব শক্তিমান খোদা! তুমি তাকে আমা হতে ফিরিয়ে দাও যেরূপে সে তোমা হতে ফিরে গিয়েছে এবং তার স্থলে অন্য কাউকে আনয়ন কর, যার দেল্ তোমার এবং যার প্রাণে তোমার অন্বেষা ও স্পৃহা আছে।.....আমি চাই না যে কেহ দুনিয়ার কীট বৎ থেকে আমার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে।" (মজমুয়া ইস্তেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯-৪৪৬)

অনুবাদ :—মোঃ **আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ**

হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জিবনী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১৬)

—হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ
খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

মদীনাবাসীগণের ইসলাম গ্রহণ

এই সময় হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-কে খোদাতায়ালার তরফ হইতে পুনঃ পুনঃ সংবাদ দেওয়া হইতেছিল যে, তাঁহার হিজরতের সময় আসন্ন এবং তাঁহার নিকট ইহাও প্রকাশিত হইয়াছিল যে, তাঁহার হিজরতের স্থান এমন এক শহর হইবে যাহা কূপ ও খেজুর বাগানে পূর্ণ। প্রথমে তিনি হিজরতের স্থান ইয়ামামা হইবে বলিয়া ধারনা করিয়াছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার এই ধারনা দূর হইয়া গেল। অতঃপর তিনি এই প্রতীক্ষায় রহিলেন যে, খোদাতায়ালার ভবিষ্যত-বাণী মোতাবেক যে স্থানই নির্ধারিত হউক না কেন উহাই ইসলামের শৈশব-ভূমি রূপে পরিগণিত হইবে।

বাৎসরিক হজ্জের সময় আসন্ন হইল। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে লোকজন হজ্জের জন্য সমবেত হইতে লাগিল। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী যেখানেই কিছু লোককে একত্রিত দেখিতেন সেখানেই তিনি যাইতেন এবং তাহাদিগকে তৌহিদের বাণী শুনাইতে থাকিতেন এবং খোদাতায়ালার রাজত্বের সুসংবাদ দিতেন। উপরন্তু তিনি তাহাদিগকে অত্যাচার, কুকার্য, কলহ-ফাসাদ ও অনিষ্ট হইতে দূরে থাকিবার জন্য উপদেশ দিতেন। কেহ কেহ তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইত; কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইত। কিছু লোক তাঁহার কথা শুনিতে থাকিত; কিন্তু মক্কাবাসীগণ আসিয়া তাহাদিগকে ঐ স্থান হইতে দূরে সরাইয়া দিত। আর যাহারা ইতিপূর্বে মক্কাবাসীগণের নিকট হইতে হযরত রসুলে করিম (সাঃ) সম্বন্ধে শুনিয়াছিলেন তাহারা হাসি-ঠাট্টা করিতে করিতে তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া যাইত। এই অবস্থায় একদিন তিনি মিনা উপত্যকায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। এমন সময় ছয়/সাত জন মদিনাবাসীর দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা কোন্ গোত্রের লোক?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "খাজরাজ গোত্রের।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা ঐ গোত্রের লোক যাহাদের সহিত ইহুদীদের মৈত্রীচুক্তি আছে?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, 'হাঁ।' অতঃপর তিনি বলিলেন, "আপনারা

কিছুক্ষন আমার বক্তব্য শুনিবেন কি ?" ইতিপূর্বেই তাঁহারা মহানবী (সাঃ)-এর আদর্শ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহারা মহানবী (সাঃ)-এর কথায় রাজী হইলেন এবং তাঁহার নিকট বসিয়া তাঁহার বক্তব্য শুনিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "খোদাতায়ালার রাজত্ব খুবই সন্নিকট। এখন মূর্তি দুনিয়া হইতে অপসারিত হইবে! দুনিয়ায় তৌহিদ প্রতিষ্ঠিত হইবে। দুনিয়ায় পুনরায় সৎকার্য ও খোদাভীরুতা কায়েম হইবে। মদিনাবাসীগণ কি এই অমূল্য নেয়ামত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ?" তাঁহারা মহানবী (সাঃ)-এর বক্তব্য শুনিয়া প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার শিক্ষা তো আমরা গ্রহণ করিতেছি। বাকী রহিল, মদীনাবাসীগণ ইসলামকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত কিনা। আমরা দেশে ফিরিয়া গিয়া আমাদের গোত্রের লোকদিগের সহিত এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করিব এবং আমাদের সিদ্ধান্ত আগামী বৎসর আপনাকে জানাইব।

অতঃপর তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন এবং তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগের মধ্যে হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর শিক্ষা আলোচনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মদীনায় আউস ও খাজরাজ নামে আরবের দুই গোত্র এবং বনু কুরাইযা, বনু নাযির ও বনু কাইনুকা নামে ইহুদীদের তিনটি গোত্র বসবাস করিত, আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয় পরস্পর দ্বন্দ্ব লিপ্ত ছিল। বনু কুরাইযা ও বনু নাযির গোত্রের সহিত আউস গোত্রের সদ্ভাব ছিল এবং বনু কাইনুকা গোত্রের সহিত খাজরাজ গোত্রের সদ্ভাব ছিল। সুদীর্ঘকাল বিরামহীন যুদ্ধবিগ্রহের ফলে তাহারা এই চিন্তা-ভাবনা করিতেছিল যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। অবশেষে তাহারা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিয়া খাজরাজ গোত্রের সর্দার আবদুল্লাহ বিন-উবাই ইবনে সালুলকে সমগ্র মদীনার বাদশাহ্ মানিয়া লইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। ইহুদীদের সহিত সম্পর্ক থাকিবার ফলে আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা বাইবেলের ভবিষ্যৎ বাণী প্রায়ই শুনিত। যখন ইহুদীগণ তাহাদের বিপদ-আপদ ও দুঃখ কষ্টের কথা বর্ণনা করিত তাহারা পরিশেষে এই কথাও বলিত, "মুসা (আঃ)-এর ন্যায় একজন নবী আবির্ভূত হইবেন। তাঁহার আবির্ভাবের সময় খুবই নিকটবর্তী। যখন তিনি আসিবেন আমরা দুনিয়াতে পুনরায় প্রাধান্য লাভ করিব। ইহুদীদের শত্রুগণ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।"

যখন মদীনাবাসীগণ হাজীদের নিকট হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়তের দাবী শুনিলেন, তখন তাঁহাদের অন্তরে তাঁহার সত্যতা গভীর রেখাপাত করিল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "মনে হয় ইনিই তো সেই নবী যাঁহার কথা ইহুদীগণ আমাদিগকে প্রায়ই বলিত।" বহু যুবক হযরত রসুলে করিম (সাঃ)-এর শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পূর্বেই ইহুদীদের নিকট হইতে ভবিষ্যৎ বাণী শুনিবার ফলে তাঁহাদের পক্ষে ঈমান আনা সহজ হইল। বস্তুতঃ পরবর্তী হজ্জের সময় পুনরায় মদীনাবাসীগণ মক্কায় আসিলেন। ঐ সময় ১২ জন ব্যক্তি মদীনা হইতে এই সংকল্প করিয়া আসিয়াছিলেন যে, তাঁহারা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্ম গ্রহণ করিবেন। তাঁহাদের মধ্যে ১০ জন খাজরাজ গোত্রের ও ২ জন আউস গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁহারা

মহানবী (সাঃ)-এর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার হাতে হাত রাখিয়া এই শপথ গ্রহণ করিলেন যে, তাঁহারা আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতীত আর কাহারও এবাদত করিবেন না, তাঁহারা চুরি করিবে না, তাঁহারা কুকার্য করিবেন না, তাঁহারা শিশুকে হত্যা করিবেন না, তাঁহারা একে অপরের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিবেন না এবং আল্লাহ্‌তায়ালার নবীর অন্যান্য সকল শিক্ষা কার্যে পরিণত করিতে বাধ্য থাকিবেন।" তাঁহারা মদীনায় ফিরিয়া গেলেন এবং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত নিজেদের গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিতে লাগিলেন। মদীনাবাসীগণ তাঁহাদের গৃহ হইতে প্রতিমা বাহিরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যাঁহারা প্রতিমার সম্মুখে মস্তক অবনত করিত এখন তাঁহারা মস্তক উঁচু করিয়া হাঁটিতে লাগিলেন। আর তাঁহারা এক আল্লাহ্‌তায়ালা ব্যতিত অন্য কাহারও নিকট তাঁহাদের মস্তক অবনত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ইহুদীগণ অবাক হইয়া গেলেন যে, শতাব্দী ব্যাপী বন্ধুত্ব ও শতাব্দী ব্যাপী প্রচারের দ্বারা তাহারা যে পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই ইসলাম মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সেই পরিবর্তন সাধন করিয়াছে। তৌহিদের বাণী মদীনাবাসীগণের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। একের পর এক ব্যক্তি আসিতেন এবং মুসলমানদিগকে বলিতেন, "আমাদিগকে আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন।' কিন্তু মদিনার নব-মুসলমানগণ তো নিজেরাই ইসলামের শিক্ষা সম্বন্ধে পুরাপুরি জ্ঞাত ছিলেন না এবং তাঁহাদের সংবাদও এত ছিল না যে তাঁহারা শত শত এমনকি হাজার-হাজার ব্যক্তির নিকট ইসলামের শিক্ষা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে পারেন। সেইজন্য তাঁহারা মক্কায় এক ব্যক্তিকে পাঠাইলেন। একজন ধর্ম প্রচারক পাঠাইবার জন্য তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে অনুরোধ করিলেন। মহানবী (সাঃ) মুসয়াব (রাঃ) নামে এক সাহাবীকে যিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করিবার পর ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ইসলাম প্রচারের জন্য মদিনায় পাঠাইলেন। মুসয়াব (রাঃ) মক্কার বাহিরে ইসলামের প্রথম মোবাল্লেগ ছিলেন।

অনুবাদ—**অধ্যাপক আবদুল লতিফ খান**

শুভ বিবাহ

গত ২১শে জানুয়ারী ৮৩ইং রোজ শুক্রবার বাদ জুমা চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ নিবাসী মৌঃ আবদুল গফুর সিরাজী সাহেবের ২য় পুত্র জনাব তৌহিদ আহমদ মাসুম এর সহিত ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বাসুদেব নিবাসী মরহুম মৌঃ শহীদুল ইসলাম ভূঞা সাহেবের কনিষ্ঠ কন্যা নাজনীন নাহার এর বিবাহ চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মসজিদে ১৫০০১ (পনর হাজার এক টাকা) দেনমোহর ধার্য্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান মৌঃ গোলাম আহমদ খাঁন সাহেব, প্রেসিডেন্ট আঃ আঃ চট্টগ্রাম।

জুমার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১০ই ফাতাহ ১৩৬১ হিঃ শাঃ মোতাবেক ১০ই ডিসেম্বর '৮২ইং মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

জামাতে আহমদীয়া হলো দ্বীনের প্রতি মনোনিবেশকারী এবং দ্বীনকে দুনিয়ার উপর অগ্রাধিকার প্রদানকারী জামাত।

এজামাতে উপদেশ পালনকারীরা এত বিপুল সংখ্যায় এগিয়ে আসে যে আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দ ও প্রশংসায় হৃদয় ভরে যায়।

আমাদের সালানা জলসা অতীব পবিত্র ও অত্যুচ্চ উদ্দেশ্যাবলী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রবর্তন করা হয়েছে। এ জলসার যাবতীয় হুক পালন করা অত্যন্ত জরুরী।

জলসার দিন গুলিতে ইবাদতের উপর বিশেষ জোর দিন। জলসা-গাহে উপস্থিতির ব্যাপারে যত্নবান হোন। জলসা চলাকালীন সময়ে দোকান-পাট বন্ধ রাখুন।

জলসার স্বার্থাবলীকে নিজেদের স্বার্থের উপর প্রধান্য দিন, তারপর দেখুন আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের প্রতি কিরূপ মেহরবান হন!

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন:

আল্লাহ্‌তায়ালার এক বিরাট অনুগ্রহ যে তিনি এ জামানায় হযরত মসীহ মওউদ (আলাহিস সালাম)-কে এরূপ একটি জামাত দান করেছেন যারা জড়বাদিতা ও বস্তুপুজা জর্জরিত পারিপার্শ্বিকতার প্রতি নিলিপ্ত, যারা দ্বীনের দিকে মনোনিবেশকারী এবং দ্বীনকে দুনিয়া তথা যাবতীয় পার্থিব বিষয়ের উপর অগ্রাধিকার প্রদানকারী। জগতে যতগুলি জামাত বা দলই সাংগঠনিকরূপে কাজ করে যাচ্ছে, তাদের মধ্যে এ জামাতের যে প্রতিটি কাজ একমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে এবং কর্ম-শক্তি ও প্রেরণা প্রত্যেকের হৃদয় থেকে ফুটে উঠে, বাহির থেকে আমদানী হয় না—সেই দিক থেকে এ জামাত একেবারেই স্বতন্ত্র ও অনন্য। এবং এ হলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিতরূপে সেই সর্বোৎকৃষ্ট 'নেযাম' (সাংগঠনিক ব্যবস্থা) যা গোটা জগতের সামনে এক নমুনা ও আদর্শ স্বরূপ উপস্থাপিত করা হয়েছে।

যে সকল নেক বিষয় হযরতে আকদাস মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দোওয়া, বিশেষ দৃষ্টি (তওয়াজ্জো) এবং তরবিয়তের কল্যাণ ও ফলশ্রুতিতে হাসিল হয়েছে সেগুলির মধ্যে একটি

বিষয় হলো এই যে, উপদেশের প্রভাব ও প্রতিফলন অতি শীঘ্র প্রকাশ পায়, এবং কুরআন করীমের নিম্নরূপ আয়াতটির সত্যতা তাদের অন্তরে স্থান লাভ করে নেয় :—

فذكر ان نفعت الذكرى (الاعلى : ١٠)

অর্থাৎ—'তুমি উপদেশ কর এবং অনন্তর করতে থাক। আল্লাহ্‌তায়ালার ওয়াদা রয়েছে, তিনি তোমার উপদেশকে কখনও বৃথা যেতে দিবেন না। নিশ্চয়ই উপদেশ কার্যকর হবে, উপকার করবে।'

এদিক থেকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে কোন কোন বিষয়ের দিকে যখন (তাদের) দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হয়েছে, তখন খোদাতায়ালার ফজল ও অনুগ্রহক্রমে জামাত আহমদীয়া খুব শীঘ্র ঐ সকল বিষয়ের দিকে মনোনিবেশ করতে আরম্ভ করেছে। যেমন, চাঁদাগুলিকে সঠিক করা এবং নির্দিষ্ট নিয়মিত হারে চাঁদা দানের জন্য বলা হয়েছিল। তাতে সারা জগৎ থেকে এরূপ বিপুল সংবাদ এসে পৌছুচ্ছে যে, কোন কোন জায়গায় খোদাতায়ালার ফজলে দ্বিগুণ, তিনগুণ বরং চৌগুণ চাঁদা বেড়ে গিয়েছে। এবং পত্র লেখকরা অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জা প্রকাশ করে লিখেছেন 'আমাদের পূর্বে এদিকে লক্ষ্যই ছিল না কিন্তু এখন আমরা এত গুণ বাড়িয়ে চাঁদা দিতে শুরু করেছি।' এবং এর সঙ্গেই তাঁরা মাগফিরাত ও ক্ষমার জন্য দোওয়ার দরখাস্তও করেছেন।

এখন এ জামাতের তো জগতে কোন নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রতিটি উপদেশ যা দান করা হয় উহা পালনকারী এত বিপুল সংখ্যক লোক এগিয়ে আসে যে আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দ ও প্রশংসায় হৃদয় আপ্লুত হয়ে যায়।

তেমনিভাবে রাবওয়াবাসীদের আমি এই উপদেশ দিয়েছিলাম যে, সালানা জলসা আসন্ন : এর প্রস্তুতি গ্রহণ করুন, নিজেদের ঘর-বাড়ী ও গলিগুলিকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করুন। সুতরাং আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ইহারও অতি উত্তম প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে। সমগ্র রাবওয়াতে খোদ্দাম কি আনসার—সকলই অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে ও নিবিষ্ট চিত্তে এ কাজ করে চলেছেন এবং চেষ্টিত আছেন যাতে মেহ্‌মানদের কোন রমক ও কোন প্রকারের কষ্ট না হয়।

তেমনি বিগত জুমার পূর্ববর্তী জুমার খোৎবায় দৃষ্টি আকর্ষণ করানো হয়েছিল যে জুমার নামাজে হাজেরী বা উপস্থিতির দিকে বন্ধুরা বিশেষ দৃষ্টি দিন, কেননা রাবওয়ার অধিবাসীদের সংখ্যানুপাতে অনুভূত হচ্ছিল যে, তত বিপুল পরিমানে বা সংখ্যায় জুমার নামায আদায়-কারীরা উপস্থিত হচ্ছেন না যত সংখ্যায় বা পরিমাণে তাদের উপস্থিত হওয়া উচিত। সুতরাং বিগত জুমার নামাযেও আমি অনুভব করেছি যে খোদাতায়ালার ফজলে এই 'তাহ্‌রীক' বা আহ্বানের উল্লেখযোগ্য সুফল উদিত হয়েছে এবং আজ আমার চক্ষু দেখতে পাচ্ছে যে, আল্লাহ্‌তায়ালার ইহ্‌সান ও ফজল ক্রমে শ্রবণকারীদের কর্ণ কথাটি শুনেছে এবং আমলকারীদের দেল্ তাদেরকে আমলের প্রেরণা দিয়েছে। সুতরাং আজ মসজিদের রংনক খোদাতায়ালার ফজলে যে জুমায় আমি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম তার তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি

পেয়েছে। অতএব, আল্লাহ্‌তায়ালার যতই প্রশংসা করা যায় এবং যতই শোকর আদায় করা যায় ততই কম। আমাদের কাছে এখলাস ও আন্তরিকতার দৌলত ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং অন্তঃকরণের অন্তঃস্থল থেকে যে এক শক্তির স্ফুরণ ঘটে তা ব্যতিরেকে আমাদের কাজ চালানোর জন্য অন্য কোন (চালিকা) শক্তি নাই। এবং এ উভয় বস্তু দোওয়ার বরকত ও কল্যাণেই বৃদ্ধিলাভ করে এবং পরিপোষিত ও পরিপুষ্ট হয়। আল্লাহ্‌তায়ালা মহান সেলসেলা আহমদীয়াকে এমনিধারায় চিরসজীব ও ক্রমবর্ধমান রাখুন এবং তাদের হৃদয়কে এখলাস এবং আভ্যন্তর শক্তিতে ভরে দিন, যার ফলশ্রুতিতে দ্বীনের কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে।

এখন আমি কয়েকটি ছোট ছোট কথা বলতে চাই। সেগুলোকে ক্ষুদ্র বলা উচিত নয়, কেননা প্রকৃতপক্ষে সেগুলো অতি বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ কথা। কিন্তু উদ্দেশ্য হলো, কয়েকটি সহজ-সরল কথা আপনাদের সামনে রাখতে চাই। তবে সেগুলি এই হিসাবে তো ক্ষুদ্র কথা যে প্রতিটি মানুষই সেগুলি গ্রহণ ও পালন করতে পারে, কিন্তু সেগুলির সারবস্তুর দিক থেকে সেগুলি অনেক বড় কথা, পক্ষান্তরে আমলের দিক দিয়ে অত্যন্ত সহজ ও সরল বটে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষমতার আওতাভুক্ত। মোটের উপর, সেগুলো এমন কোন কঠিন বিষয় নয় যে সম্বন্ধে কেউ এ কথা বলতে পারে যে এসব তার কর্মক্ষমতার উর্ধে।

এপ্রসঙ্গে সর্ব প্রথম আমি জলসার হক্ আদায়ের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। মানুষের মধ্যে স্বভাবজ (বাশারী) দুর্বলতা আছে যে তারা অতি মহৎ ও উচ্চ উদ্দেশ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে প্রবর্তিত ও অনুষ্ঠিতবা সভা-সম্মেলনগুলিকে মেলা ও উৎসবে রূপান্তরিত করার প্রয়াস পেতে আরম্ভ করে দেয়। আর এটা মানুষের এরূপ এক সহজাত প্রবণতা, যা দুনিয়ার সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। বহু আজিমুশ্‌শান ও মর্যাদাপূর্ণ সম্মেলন ও অনুষ্ঠানের ভিত্তি আল্লাহ্‌তায়ালার আজিমুশ্‌শান বান্দারা অর্থাৎ আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) স্থাপন করে গিয়েছেন। কিন্তু ইল্লা মাশায়াল্লাহ্ দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকেই সেগুলিকে মেলা এবং অর্থহীন খেলা-তামাশায় পরিণত করেছে এবং ঐ সম্মেলন ও অনুষ্ঠান সমূহ জিক্‌রে এলাহীর জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার পরিবর্তে খেলা ও রং-তামাশার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা এরূপ এক স্বভাবজাত প্রবণতা, যা ক্রমে ক্রমে শিকড় গেড়ে বসে এবং ধীরে ধীরে এ ব্যাধি মাথা চাড়া দিয়ে অগ্রসর হয়ে আসতে শুরু করে। সেজন্য বার বার এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন। কৃষক যেমন জানে যে ক্ষেতের দিকে যদি সে দৃষ্টি না দেয় তাহলে নিশ্চয় তাতে আগাছা উৎপন্ন হয় যেগুলাকে উপড়িয়ে ফেলার জন্য বারবার মনোযোগ দিতে হয়। তেমনিভাবে কোন জাতি যতই সজীব হোক না কেন তাদের মধ্যে জীবনের আর একটি অমোঘ বিধি সচল থাকে অর্থাৎ বিরূপ ও বিরুদ্ধ শক্তিগুলি মাথা চাড়া দেয়। সেগুলিও যেহেতু খোদাতায়ালার কানুনাধীন কাজ করে থাকে সেজন্য সজীব জাতির প্রধান কর্তব্য হলো নিজেদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করতে থাকা। এ শ্রেণীর আগাছা, যেগুলো আমাদের ভেতর শিকড় গেড়ে বসার

কোন হক্ নাই সেগুলি যেখানেই এবং যখনই শিকড় গাড়তে প্রয়াস পায়, তৎক্ষণাৎ সেগুলিকে যেন উৎখাৎ করে দেয়া হয়।

আমাদের সালানা জলসা, যা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বহু সকরুণ দোওয়ার ফলশ্রুতিতে জারী হয়েছিল এবং অত্যন্ত পবিত্র এবং অত্যুচ্চ উদ্দেশ্যাবলীর প্রেক্ষিতে জারী করা হয়েছিল. এখন উহাতেও কিছুকাল থেকে ঐ শ্রেণীর প্রবণতার আভাস লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকারের খারাপি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেয়ে চলেছে। সেগুলার মধ্যে একটি যেমন এই যে, সালানা জলসার দিনগুলিতে আমাদের বাজার-হাট তাকওয়ার সঠিক নিশান বহণ করে না. বরং দুনিয়ার সাধারণ বাজার গুলির ন্যায় সেখানেও যুবকরা এদিক-ওদিক পরস্পর গল্প-সল্পে মত্ত থাকে অথবা হাসি-মস্কারির কথা বলতে থাকে। এমন মনে হয় যেন তারা কোন বেড়াবার জায়গায় একত্রিত হয়েছে এবং কয়েকদিনের জন্য গপ-শপের উদ্দেশ্যে এসেছে। এটা অবশ্য ঠিক যে, এখানে দুনিয়ার অন্যান্য শহরের তুলনায় আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নির্লজ্জতা বা অশ্লিল কথা-বার্তা তেমন কিছু এখানে হয় না যেমন এরূপ অনুষ্ঠান উপলক্ষে অন্যান্য শহরগুলিতে হয়ে থাকে কিন্তু আমরা এ পার্থক্য টুকুতেই সন্তুষ্ট নই।

আমাদের দ্বীনি অবস্থান ও মর্যাদা অত্যুচ্চ। আমাদের যেভাবেই হোক চেষ্টা করতে হবে, এ সকল সম্মেলন যেন জামাত আহমদীয়ার প্রকৃত রূহ্ প্রকাশের কারণ হয়। জলসা চলাকালীন আমাদের বাজার যেন এক স্বতন্ত্র মর্যাদা বহণ করে। মানুষ সেগুলি দেখে যেন অনুভব করতে পারে যে, এগুলি ভিন্ন ধরনের লোকদের বাজার. সাধারণ শহর গুলির বাজার নয়, বরং এই সম্মেলন কোন আশ্চর্য ধরনের মানুষদের সম্মেলন, যারা দুনিয়াতে বাস করলেও তারা দুনিয়া থেকে পৃথক। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি দর্শকের হৃদয়ে এ অনুভূতির উদয় না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে সফলকাম বলে গণ্য হতে পারি না।

তারপর উক্তরূপ আসর গৃহগুলিতেও জমে বসে। এটা তো অবশ্য অনস্বীকার্য যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) জলসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী প্রসঙ্গে একটি উদ্দেশ্য ইহাও বর্ণনা করেছিলেন যে, বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন শহরে বসবাসকারী মানুষ এখানে সমবেত হোক, পরস্পরের মধ্যে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠুক, পরস্পরের সহিত যোগাযোগ সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, মহব্বত ও প্রীতির পরিবেশে এক ব্যাপক ও সুসম্প্রসারিত সোসাইটি বা সমাজ রচিত ও স্থাপিত হোক, যা জগতের প্রান্ত প্রান্ত থেকে আগত লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হয়, এবং এক অত্যন্ত পবিত্র ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠুক, যেখানে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি যেন আল্লাহ্‌-তায়ালার মহব্বত হয়। সুতরাং এ সকল সামাজিক কল্যাণ জলসার সহিত সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত রয়েছে এবং এর অতি নেক প্রভাব ও সুফলও আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। সেজন্য পারস্পরিক সম্বন্ধ স্থাপন, একে অন্যের সহিত প্রীতি ও ভালবাসার সহিত মিলা-মেশা, একে অন্যের প্রতি খেয়াল রাখা, অতিথি-সেবা—এসব তো আপত্তিজনক ব্যাপার নয়, আপত্তিকর ব্যাপার

তখনই হয় যখন গৃহগুলিতে আসরসমূহ বৃথা ও বেহুদা খারাপ বিষয়াদির দিকে ধাবিত হয় অথবা যখন সেগুলিতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর নযম সমূহের পরিবর্তে বেহুদা গান-বাদ্যের ধ্বনি উঠতে আরম্ভ করে। সাধারণ অবস্থাতেও ইহা ভাল লাগে না কিন্তু জলসার দিনগুলিতে এ সব আওয়াজ কানে এসে বাজলে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়। অথবা যেমন টেলিভিশনের প্রোগ্রামগুলিকে কেন্দ্র করে সারা ঘর জড় হয়ে পড়ে। আর এই ভাবে গৃহে—আজকের জলসা কেমন হলো এবং এ সকল বক্তৃতা থেকে নেক আসরের দ্বারা আমরা নিজেদের মধ্যে কিরূপ পরিবর্তন সাধন করবো—এ ধরনের কথা-বার্তা এবং ভবিষ্যতের জন্য স্কীম তৈরী করার পরিবর্তে নিজেদের ঘরোয়া মজলিসগুলিকে বেহুদা মজলিসে পরিবর্তিত করে দেয়া হয়। প্রত্যেক জায়গায় যে এমন হয়—তা নয়, কিন্তু আমার চোখ অবলোকন করেছে এবং আমার কান শুনতে পেয়েছে, বাস্তবিকপক্ষে এরূপ প্রবণতার উদ্ভব ঘটেছে এবং উহা বেড়ে চলেছে। সুতরাং এর মূল উৎপাটনেরও প্রয়োজন রয়েছে।

তারপর যা সব চাইতে ভয়াবহ ব্যাপার ঘটে তা হলো এই যে, এসব মজলিস বা আসর ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ হতে আরম্ভ করে অর্থাৎ নামাযের সময় হয়েছে, আযান দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ঘরোয়া মজলিসগুলি স্বভাবেই জমে বসে থাকে এবং কারও খেয়াল হয় না যে খোদাতায়ালার ইবাদতের জন্য-ডাক এসে গিয়েছে, আমাদের মসজিদে যাওয়া উচিত। 'কারও' বলতে শুধু কোন কোন ঐ সকল ঘর বুঝায় যেখানে এরূপ ঘটে থাকে, অর্থাৎ ঐ গৃহগুলিতে কারও খেয়াল যায় না। এ ছাড়া তো আল্লাহতায়ালার ফজলে বড়ই প্রীতিকর দৃশ্য হয়ে থাকে—কোন কোন মসজিদ তো স্ফীত ও প্লাবিত হয়ে পড়ে, সেখানে মুসল্লিরা ভিতরে স্থান পায় না। কিন্তু তা সত্বেও মসজিদ গুলি ভরে গিয়ে বাহিরে যে পরিমাণ 'প্লাবিত' হওয়া উচিত সে পরিমাণ 'প্লাবিত' হয় না। কেননা রাবওয়ার মসজিদ সমূহ তো রাবওয়ার সাধারন প্রয়োজনকে পুরা করার উদ্দেশ্যে নির্মান করা হয়েছে। কয়েকটি মসজিদ হয়তো সেই তুলনায় প্রশস্ততর হতে পারে, এতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু সেগুলিও এত সুপ্রশস্ত নয় যে সমগ্র সালানা জলসার মেহ্মানদের সঙ্কুলান করতে পারে। মসজিদে-মোবারকে অবশ্য এরূপ দৃশ্য দেখা যায় যে মসজিদের ছাদের নীচের অংশ ছাড়িয়ে ছাদবিহীন খোলা অংশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত মুসল্লিরা বিস্তৃত হয়ে পড়েন বরং তারপরও বাহিরে (খালি জায়গা পর্যন্ত) তারা ছড়িয়ে পড়েন। কিন্তু অন্যান্য অনেক মসজিদে আমি দেখছি যে, নামাজের সময় গুলিতে মসজিদের ছাদ বিহীন খোল অংশের বাইরে মুসল্লিরা ছড়ান না। অথচ যদি সকলে (বাজামাত) নামায আদায়কারী হন তাহলে কোন কারণ নাই যে ঐ সকল মসজিদের ভিতর ঐ সময়কার (জলসার) সকল লোকের সঙ্কুলান হতে পারে অর্থাৎ ঐ সকল লোক যাদের মসজিদে যাওয়া উচিত এবং মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করা উচিত। সুতরাং এ দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

জলসার সময়ে একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয় হয়ে থাকে এই যে যখন জলসার কার্যক্রম চলতে থাকে তখনও মেলা-ঠেলার প্রবণতা কোন কোন জায়গায় নিজস্ব ধারায় অব্যাহত থাকে।

আশ্চর্য বোধ হয়, বন্ধুরা বড়ই কষ্ট স্বীকার করে বাহির থেকে আসেন, অনেক দূর দূর থেকে টাকা-পয়সা খরচ করে আসেন, শীতের কষ্ট সহ্য করেন, সফরের দুর্ভোগ পোহান। সকল আহমদীই জানেন যে রেলওয়ের পক্ষ থেকে এখন আর তেমন সুবিধাদি সরবরাহ করা হয় না, যেমন পূর্বে করা হতো। হয়ত রেলওয়ের নিজেদের অসুবিধা রয়েছে। অন্যান্য যে সব যাতায়াত ব্যবস্থা আছে তাদেরও হয়তো অসুবিধা থাকতে পারে। কিন্তু আমাদের স্মরণ আছে, পূর্বে যেমন এক অনুপম সহযোগিতা পাওয়া যেতো তেমন সহযোগিতা এখন আর পাওয়া যায় না। সুতরাং এর ফলে অনেক সময় অতি কষ্টের সহিত কম্পার্টমেন্টগুলিতে ঠাসাঠাসি করে লোকদের সফর করতে হয়—বাচ্চারা কাঁদতে থাকে, অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাদের বয়ে তাঁরা আসেন। মোট কথা, বেচারা আগন্তুকরা অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। এ সব কিছু করার পর এখানে এসে জলসায় হাজির হওয়ার এবং তা থেকে ফায়দা হাসিল করার পরিবর্তে তাঁরা যদি বাজারের রং-রস ও সৌন্দর্য-বর্ধনের বস্তু হয়ে দাঁড়ান, তাহলে তো উহ অত্যন্ত ক্ষতিকর সওদা বই আর কিছু নয়। সুতরাং এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

বাজারওয়ালাদেরও উচিত তারা যেন ঐ সময়গুলিতে দোকান-পাট বন্ধ করে দেন। কিন্তু দায়িত্বহীনতার যে ভাব-প্রবণতা আমাদের জাতির মধ্যে বিরাজ করতে দেখা যায়, এটা ভীষণ বিপদ সৃষ্টি করে রেখেছে। দু'-তিন জন ঠেলাওয়ালা যখন দোকান খোলে বসে তখন দেখাদেখি সবই নিজেদের দোকান খোলে ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু করে দেয়। প্রত্যেকের এ ভয় চেপে বসে যে, তার রিজিক না মার যায়, অপরে সবকিছু উপার্জন করে নিয়ে যাবে। এটা প্রকৃতপক্ষে 'তওক্কুল'-এর অভাবেরই পরিণতি। যে সকল দোকানদার খোদার খাতিরে দোকান বন্ধ করেন—সারা বাজারও যদি খোলা থাকে, তবুও তাদের রিজিক মার খেয়ে যেতে পারে না। আল্লাহ্ হলেন 'রাজেক' (রিজিকদানকারী)। যেমন জুমা প্রসঙ্গেই আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, يا يها الذين امنوا اذا نودى للصلوٰة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع - ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون (الجمعة: ١٠)

অর্থাৎ—'জুমার দিনে খোদার যিকির (স্মরণ)-এর দিকে তোমাদের যখন আহ্বান করা হয় তখন তোমরা নিজেদের দোকান-পাট ও ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ করে দিও।' তোমরা মনে করতে পার যে, এটা ক্ষতিকর সওদা। তোমরা হয়তো ঘাবড়াতে পার। আল্লাহ্-তায়ালা বলছেন, ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون —'হায়! যদি তোমরা জানতে পারতে যে খোদার খাতিরে নিজেদের ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ করে দেওয়া তোমাদের পক্ষে অতি কল্যাণজনক উৎকৃষ্ট কাজ। তারপর (রুকুর) শেষ দিকে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন—والله خير الرازقين —"রিজিকদানকারী তো হলেন আল্লাহ্ এবং তিনিই উত্তম রিজিকদাতা।"

সুতরাং যখন ইহা স্বীকৃত ব্যাপার যে রাজেক হলেন আল্লাহ্‌তায়ালাই এবং এটাও বাস্তব সত্য যে খোদার খাতিরে আমরা আমাদের দোকান-পাট বন্ধ করি, তাহলে আবার আমাদের রবের সম্বন্ধে বদ-জন্নি (কুধারণা পোষণ) করা যে অন্য কোন ব্যক্তি আমাদের রিজিক মেরে

দিবে অথবা যে রিজিক আমাদের জন্য 'মুকদ্দর' (নির্দিষ্ট) ছিল, তা অন্য কোন অসহযোগকারী ব্যক্তি কেড়ে নিয়ে যাবে তাথেকে বড় বোকামী আর কি হতে পারে ?!

'তওক্কুল' (আল্লায় নির্ভরতা) একটি বড় বুনিয়াদী গুণ। যারা তওক্কুল এখতিয়ার করে আল্লাহ্তায়ালা তাদেরকে কখনও বিনষ্ট হতে দেন না। পরীক্ষা তো আসেই। আর এ (পরীক্ষা) গুলি হলো তওক্কুলের অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। তওক্কুলের ফিলোসফির মধ্যে পরীক্ষাবলী শামিল। যদি তওক্কুলের দ্বারা এটা বুঝায় যে, এদিকে হঠাৎ কোন কিছু ছেড়ে দিয়ে খোদার উপর তওক্কুল করলাম, আর ওদিক ঝট্পট্ সে জিনিসটি সুলভে পাওয়া গেল, তাহলে সেটা তো দুনিয়ার (পার্থিব) কানুন বলেই সাব্যস্ত হবে। তাহলে তো প্রত্যেক দুনিয়াদার ব্যক্তিও এরূপ তওক্কুলের দিকে ধাবিত হবে। সেজন্য আল্লাহর বান্দাদেরকে অপরাপর বান্দাদের থেকে পৃথক ও স্বতন্ত্র করার উদ্দেশ্যে তওক্কুলের মধ্যে কিছুটা প্রচ্ছন্নতা বিদ্যমান থাকে, কিছু কিছু পরীক্ষাও থাকে। কিন্তু পরিণামে তওক্কুলকারী অন্যান্যদের তুলনায় কখনও পিছিয়ে থাকে না। বরং প্রত্যেক বিষয়ে তারা আগে বেড়ে যায়। কিন্তু আমি যেমন বলেছি, বড় বড় তওক্কুলকারী-দের পথেও খোদাতায়ালা পরীক্ষা রেখে থাকেন, সুতরাং 'তাজকিরাতুল আওলিয়া' গ্রন্থে এরূপ একজন তওক্কুলকারীর কথাই উল্লেখ রয়েছে। কথিত আছে যে একজন বুজুর্গ ইবাদতের উদ্দেশ্যে দুনিয়া ত্যাগ ক'র একটি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁর তওক্কুলের বিষয় ছিল এই যে, তিনি মনে মনে ফয়সালা (বা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ) করেছিলেন যে, 'ক্ষুধা আমাকে যতই অস্থির করে তুলুক না কেন, আমি এই স্থানটি ছেড়ে বাহিরে দুনিয়ার সামনে রুটি ভিক্ষার জন্য বের হবো না। যাকিছু চাইতে হয় এই গুহার মধ্যে থেকেই আমার রবের নিকট চাইব।' সুতরাং আল্লাহ্তায়ালা এমনই ব্যবস্থা করে দিলেন যে মানুষ দলে দলে সেখানে উপস্থিত হতে আরম্ভ করলো। প্রত্যেক প্রকারের নেয়ামত সেই গুহাতে তাঁর নিকট পৌছুতে লাগলো। সে বুজুর্গও তওক্কুলের অগাধ সুফল ভোগ করলেন। আল্লাহ্তায়ালার নেয়ামত সমূহ নাজিল হতে দেখতে পেলেন এবং ইবাদতে তিনি আরও উন্নতি লাভ করলেন, এমন কি পরীক্ষা গ্রহণকারী (খোদা) তাঁর সামনে পরীক্ষার মূহুর্তও এনে উপস্থিত করলেন। খোদাতায়ালা ফয়সালা করলেন যে, এই বুজুর্গের কিছুটা পরীক্ষা হওয়া উচিত যিনি দুনিয়ার দৃষ্টিতে এক অতি উচ্চ মোকাম প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। সুতরাং এমন এক সময় আসলো যখন তাঁর জন্য প্রত্যেক রুটি আনয়নকারী এবং অন্যান্য সকল প্রকার তোহফা পেশকারী মনে মনে ভাবলো যে, 'কত লোকই তো সেখানে যায়! আজ আমি যদি না-ই বা যাই তাতে কি যায় আসে?' সুতরাং সেদিন খোদাতায়ালার ফেরেস্তারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেখানে পৌছুতে বাধা দিয়ে দিলেন। দুপুরেও কেউ আসলো না, রাতেও কেউ আসলো না। পরের দিন সকালেও কেউ আসলো না, সন্ধ্যায়ও কেউ আসলো না। এমনি ধারায় তিন দিন ব্যাপী তিনি অভুক্ত থাকলেন। পরিশেষে অস্থির হয়ে উঠলেন এবং গুহা ছেড়ে এক বন্ধুর নিকট পৌছুলেন। সে যখন দেখতে পেলো তাঁর এমন অবস্থা, ঘটেছে তখন সে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা চাইল এবং ঘরে যা উপস্থিত ছিল

তা পেশ করে দিল। যতগুলি রুটি পাক করা ছিল তরকারী সহ তাই হাজির করে দিল। যখন তিনি রুটিগুলি নিয়ে বাহিরে তাঁর অবস্থানের দিকে রওনা হলেন, তখন গৃহস্বামীর কুকুর তাঁর পিছনে লেগে গেল। দংশন করার উদ্দেশ্যে নয় বরং রুটির সুগন্ধের কারণে তার ক্ষুধাও তীব্র হয়ে উঠেছিল, এবং তার মধ্যে ব্যাকুলতার অবস্থা সৃষ্টি হলো—জিহ্বা বের করে কখনও তাঁর কাপড় চাটতো, আর কখনও বা ভেউ-ভেউ করে উঠতো। সুতরাং তিনি সবগুলি রুটির অর্ধেক কুকুরের সামনে ফেলে দিলেন। এরপর অল্প কিছুটা দূর যেতে না যেতেই কুকুরটা রুটিগুলি খাওয়ার পর পুনরায় তাঁর পিছনে ঘেউ-ঘেউ করতে আরম্ভ করলো। তখন তিনি (যেভাবে মানুষ জীব-জন্তুর সহিত কথা বলে—এমন তো হয় না যে জীবজন্তু তার কথা বোঝে কিন্তু তা সত্বেও মানুষ কোন কোন সময় জন্তুর সহিত কথা বলে থাকে, ঠিক সেইভাবে তিনি) কুকুরকে বললেন, 'তুই ভয়ানক লোভী জানওয়ার! তোর মালিকের কাছ থেকে আমি যা কিছু এনেছিলাম তার মধ্য থেকে অর্ধেক তোকে দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তার পরও তুই আমার পেছন ছাড়িস না। তুই তো বড্ড লোভী, বড়ই খারাপ ধরণের জানওয়ার।' এতে তাঁর মধ্যে 'কাশফী হালত' সৃষ্টি হলো এবং তিনি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেলেন যে, কুকুরটা তাঁকে উত্তর দিচ্ছে যে, 'লোভী আমি, না তুমি? আমি তো কত কত দিনই ভুকা থাকি কিন্তু আমার মালিকের দুয়ার ছাড়ি না। এখনও আমার মালিকের দেয়া রুটির জন্য তোমার পেছনে লেগে রয়েছি। তুমি এ রুটিগুলি তোমার বাড়ী থেকে তো নিয়ে আস নাই। কিন্তু তুমি তো আজব মানুষ! তোমার মালিক তোমার উপরে কত এহ্‌সান করেছেন! কিন্তু তুমি তিন দিনের ক্ষুধা সহ্য করতে পারলে না এবং আমার মালিকের দুয়ারে এসে উপস্থিত হলে!" যেমনি ঐ কাশ্‌ফী অবস্থার অবসান ঘটলো তৎক্ষণাৎ তিনি হাত থেকে সমস্ত রুটি ওখানেই ফেলে দিলেন এবং বেশামাল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে নিজের গুহায় ফিরে আসলেন। আর দোওয়া করতে লাগলেন যে, 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমি তো একটা কুকুরের চাইতেও লাঞ্ছিত বলে সাব্যস্ত হলাম।" সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন, একটি বিরাট জনতা দাঁড়ানো ছিল, তারা তাঁর প্রতীক্ষায় অস্থির হয়ে উঠেছিল—তিনি গেলেন কোথায়! মানুষ তাঁর জন্য দুনিয়া-জাহানের নেয়ামত সহকারে উপস্থিত হয়ে ছিল।

সুতরাং তওক্কুলকারীকে আল্লাহ্‌তায়ালা কখনও বিনষ্ট হতে দেন না কিন্তু তওক্কুলকারীর উপর পরীক্ষাও এসে থাকে। যদি আপনারা পরীক্ষাগুলিতে সাবেত-কদম (দৃঢ় পদক্ষেপে প্রতিষ্ঠিত) থাকেন তাহলে আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদেরকে অগণিত নেয়ামতের দ্বারা ভূষিত করবেন। কিন্তু তওক্কুলকারীকে বিনষ্ট হতে দেওয়া হয়—এমন কখনও হতে পারে না।

সুতরাং ছোট ছোট ব্যবসায়ের জন্য, এই দুই-তিন দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার রিজিকের ভয়ে যদি আপনারা দোকান খোলা রাখেন, তাহলে সেটা তওক্কুল তো দূরের কথা—এমনিতেই উহা অত্যন্ত গর্হিত ব্যাপার হবে। কত দূর দূর থেকে মানুষ জলসার খাতিরে আসেন কিন্তু আপনাদের দোকান তাদেরকে নিজের দিকে আহ্বান জানায় এবং তাদের ঈমানের পথে হোঁচটের কারণ ঘটায়, তাদের জন্য পরীক্ষার সৃষ্টি করে। যদি কোন দোকান খোলা থাকে তাহলে প্রথমে একজন আসে, তারপর দু'জন, তিনজন করে ভিড় জমে যায়।

তারপর এমনও দেখা গিয়েছে যে, নামাযের সময়গুলিতেও দোকান বন্ধ হয় না। অথচ আমরা ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্ট হয়েছি। ইবাদতের জন্যই তো এই সমস্ত আয়োজন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সমগ্র বিশ্ব-জগতের এ লীলাখেলাই বা কি ? শুধু এজন্যেই যে, দুনিয়াকে আল্লাহ্‌তায়ালার ইবাদতের স্বাদ বুঝিয়ে দেওয়া. তাদেরকে ইবাদতের প্রকৃত রং-রস ও রূপ সম্বন্ধে ওয়াকেফ-হাল করা যাতে ক্রমে ক্রমে সমগ্র মানবজাতি তাদের রবের ইবাদতে বিভোর হয়। এই হলো সালানা জলসার উদ্দেশ্য। এ মোক্ষ উদ্দেশ্যের বরখেলাপ এ ধরণের ক্রিয়াকলাপ যদি ঠিক ঐ সময়ে হতে থাকে যখন উক্ত মহান উদ্দেশ্য উহার শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হতে দেখা যায়— তাহলে সেটা যে এক অতি ঘৃণ্য কদাকার রূপ, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

তিনটি বিষয়ের

উপদেশ আমি আপনাদের দান করছি। এক. সালানা জলসার সময়ে ইবাদতে-ইলাহীর উপর খাসভাবে জোর দিন। দুই, জলসা-গাহে হাজির থাকার বিষয়ে যত্নবান হোন। তিন, খোদাতায়ালার খাতিরে এই দিন গুলিতে রিজিকের পরোয়া না করে জলসা চলাকালীন সময়ে নিজেদের দোকান-পাট বন্ধ রাখুন। আমাদের সালানা জলসা এক মহামর্যাদাপূর্ণ সম্মেলন। ইহার উদ্দেশ্যাবলী অত্যন্ত পবিত্র, অতি উচ্চ ও কল্যাণময়। সেগুলির প্রতি সদা সজাগ দৃষ্টি ও মনোযোগ নিবদ্ধ রাখুন। নিজেদের স্বকীয় বাসনা-কামনা যদি দলিত হয়, হতে দিন. নিজেদের স্বার্থ যদি নস্যাৎ হয়, হতে দিন। এ সবের কোন পারোয়া করবেন না। এপবিত্র জলসার স্বার্থাবলীকে নিজেদের স্বার্থের উপর অগ্রাধিকার দিন ; তারপর দেখুন, আল্লাহ্‌তায়ালা আপনাদের উপর কিরূপ মেহেরবান হন। আমাদের খোদা এত করুণাময় প্রভু, এত রহমকারী এবং কৃপালু খোদা যে, কেউ যদি তাঁর পথে যৎসামান্য কিছুও খরচ করে অথবা সামান্য কষ্টও স্বীকার করে, তাহলে খোদাতায়ালা শুধু তাকেই কল্যাণে ভূষিত করেন না বরং তার পরবর্তী সাত বংশধর পর্যন্তকে আরাম ও সুখ দান করেন। সুতরাং এমন প্রিয় খোদা থেকে মুখ ফিরানো এবং তাঁর প্রতি বে-ওফায়ী প্রদর্শন এবং তওক্কুলে ত্রুটি করা সর্বৈব ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

বাহিরের জামাত গুলিরও উচিত যে, জলসায় আগমনকারী বন্ধুদেরকে পূর্ব থেকেই উদ্বুদ্ধ করুন এবং নিজস্বভাবে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যাতে কোন জিলা বা কোন শহর থেকে যোগদানকারী যেন জলসার বরকত ও কল্যাণ হতে গাফিল না থাকেন এবং বঞ্চিত না হন। কোন কোন লোক শুধু কোন কোন ভাল বক্তার বক্তৃতা শোনার উদ্দেশ্যেই জলসাগাহে পৌছান ; প্রোগ্রামের উপর দস্তুরমত চিহ্ন বসান যে অমুক বক্তৃতায় বসতে হবে এবং অমুকটাতে নয়, কেননা অমুক মৌলভী সাহেব অতিষ্ঠকর বক্তৃতা করেন এবং অমুক মৌলভী সাহেব মনমুগ্ধকর বক্তৃতা করেন। অথচ ইহা অত্যন্ত ভ্রান্ত ও স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির ফয়সালা বই আর কিছু নয়।

প্রকৃতপক্ষে এর দু'টি দিক আছে যা সর্বদা দৃষ্টির সামনে থাকা উচিত। প্রথমটি এই যে, খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই আপনারা জলসা-গাহে বসুন। যদিও

অতিষ্ঠই হোন না কেন তথাপি আল্লাহ্‌তায়ালার রেজামন্দি আপনাদের হাসিল হতে থাকে। এর চাইতে উত্তম বস্তু আপনাদের আর কি হাসিল হতে পারে? আপনারা কি দেখেন নাই যে, বিদেশীদের জন্য যতদিন তরজমার ব্যবস্থা ছিল না, ততদিন সকল বিদেশী সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত নিরবে বসে থাকতেন। তাঁদের পক্ষ থেকে একটি শব্দও উচ্চারিত হতো না অর্থাৎ তাঁরা দৈনিক ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা ব্যাপী আল্লাহ্‌তায়ালার রেজামেন্দি লাভের খাতিরেই বসে থাকতেন। অথচ (বক্তৃতার) একটি শব্দও তাঁরা বুঝতেন না। তাঁদের দেখে তাঁদের নিকট থেকে নমুনা গ্রহণ করতে পারেন। যদি কেউ মনে ধারণা পোষণ করে যে, তারা (বিদেশীরা) আসলেন এবং তাদের সব কিছুই ব্যর্থ হলো; তাঁদের সময় বৃথা নষ্ট হলো; হাজার হাজার টাকা খরচ করে তাঁরা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আসেন, তাদের টাকা-পয়সা নষ্ট হলো—এরূপ ধারণা করাটাই হলো বেওকুফী সুলভ ধারণা। বিদেশ থেকে যোগদানকারীরা জানেন যে তাঁদের দেল্ বরকত সমূহের দ্বারা ভরপুর হয়ে যায়। যখন তাঁরা ফিরে যান তখন তাঁরা সার্বিকরূপে পরিবর্তিত হয়ে এক নতুন জীবন লাভ করে থাকেন।

সুতরাং জলসার এ সময়টি মৌলিকভাবেই বরকত ও কল্যাণপূর্ণ সময়। যখন খোদার খাতিরে আপনি নিরবে কোন জায়গায় উপবিষ্ট হন তখন সেটা স্বয়ং হয়ে থাকে অত্যন্ত লাভজনক সওদা। কিন্তু এ ছাড়া—অমুক বক্তৃতা কিচ্ছু না, আমাদের জন্য উহা একেবারে বেকার—এরূপ ধারণার বশবর্তী হওয়াটাও নফ্‌সের একপ্রকার অহংকার। কোন কোন লোক মনে করেন যে, তারা বেশ যথেষ্ট আলেম বা জ্ঞানী, তাদের বক্তৃতা শোনার প্রয়োজন নাই। অথচ মানুষ (বক্তারা) অত্যন্ত মেহনতের সহিত খেটে-খুটে বক্তৃতাগুলি তৈরী করে থাকেন এবং প্রতিটি বক্তৃতাতেই কোন না কোন এরূপ তত্ত্ব নিশ্চয় থাকে, যা খুব বড় আলেমের মাথায়ও আসে নাই। সুতরাং সবগুলি বক্তৃতা শুনলে খুবই ফায়দা লাভ হতে পারে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জলসায় যোগদানকারীরা যদি জলসার বক্তৃতা গুলির মধ্য দিয়ে একবার পার হয়ে যেতে পারেন তাহলে তাদের একেবারে কায়া বদলে যাবে, তাদের জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে এবং তাদের ঈমান ও এখলাসে বরকত নাযেল হবে। একটি পরিবর্তিত ব্যক্তিত্ব সহকারে তাঁরা ফিরে যাবেন। আর যদি আপনি শুধু নিজের অভিলাষ ও উপভোগের জন্য জলসা-গাহে বসতে চান, তাহলে এতে অবশ্য এক প্রকার স্বার্থপরতার রং এসে যায়, এতে আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষ লাভের দিকটা সম্পূর্ণ লোপ পায়। নিজের পছন্দসই বক্তৃতাতে বসলেন, আর যেটা আপনাদের পছন্দসই নয় সেটাতে বসলেন না।—এটা স্বার্থপরতার শামিল এবং খোদাতায়ালার সন্তোষ লাভের পরিপন্থি)। জলসার নিজস্ব একটা 'হুরমত' বা পবিত্র মর্যাদা আছে। সেই পবিত্র মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার প্রতি যদি খেয়াল রাখেন এবং যত্নবান থাকেন তাহলে আপনার সম্পূর্ণ সময়টাই আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তোষ লাভে গণ্য হবে।

আমি বলেছিলাম এগুলি হলো ছোট ছোট বিষয় এবং (বোঝার ও পালন করার ক্ষেত্রে) প্রত্যেকের ক্ষমতার আওতা ভুক্ত। কিন্তু আবার কঠিনও হতে পারে। কেননা মানুষ যদি দোওয়া করার তওফিক না পায়, যদি অন্তরে এখলাস ও নিষ্ঠা না থাকে এবং যদি মানুষ এক দৃঢ় সংকল্পের সহিত এ কথা গুলি পালন করার জন্য সচেষ্ট না হয় তাহলে সহজ বিষয় গুলিও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তেমনিভাবে এ কথাগুলি সারবস্তুর দিক থেকে মৌলিকভাবেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যুচ্চ উদ্দেশ্যাবলী সফলে সহায়ক। আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদেরকে এ সব কথার উপর আমল করার তওফিক দিন। (আল-ফজল, ১০ ডিসেম্বর ১৯৮২ইং)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিজ্ঞপ্তি

সকল স্থানীয় মজলিস সমূহের কায়েদ/নাযেম তাহ্‌রীকে জাদীদ সাহেবানদের জানানো যাইতেছে সে চলতি ১৯৮২-৮৩ সালের তাহরীকে জাদীদের বৎসর গত নভেম্বর ৮২' হইতে শুরু হইয়াছে। কিন্তু অনেক মজলিশ হইতেই ওয়াদা পাওয়া যায় নাই। কাজেই সে সমস্ত মজলিস এখনও বাংলাদেশ মজলিসে ওয়াদা পাঠান নাই তাঁহারা আসন্ন জলসার পূর্বেই গত বৎসরের ওয়াদা বাংলাদেশ মজলিসে প্রেরণ করিবেন।

খাকসার

নাযেম তাহরীকে জাদীদ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া

শত বার্ষিকী জুবিলী-ফাণ্ডে চাঁদা আদায়ের তাকিদ

বাংলাদেশের সকল আহমদী ভাই ও ভগ্নির অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবিলী ফাণ্ডে অর্থদানের এখন নবম পর্যায়ে চলিতেছে যাহা ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩তে সমাপ্ত হইবে।

সেই মোতাবেক এখন স্বীয় ওয়াদার ১/৪ অংশ আদায় একান্ত জরুরী। এই ব্যাপারে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জুবলী দপ্তর হইতে সকল জামাতে সার্কুলার দিয়ে ওয়াদার ১/৪ অংশ আদায়ের নির্দেশ মোতাবেক হইয়াছে। এবং উহা হুজুর (আইঃ)-এর পয়গাম সহ আহমদী পত্রিকায় দুইবার প্রকাশ করা হইয়াছে। আশা করি উহা সকলেই অবগত হইয়াছেন।

সুতরাং যে সময় ভ্রাতা ও ভগ্নি এখনও এই তাহরিকে অংশগ্রহণ করেন নাই তাহারা অতি সত্বর ইহাতে অংশ গ্রহণ করিবেন এবং ওয়াদাকারীগণ স্বীয় ওয়াদার ১/৪ অংশ ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে আদায় করিয়া দিবেন। জামাতের আমির/প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীগণের প্রতি অনুরোধ তাহারা যেন হুজুরের (রাঃ) তাহরীক মোতাবেক ব্যক্তিগত ও জামাতগত ভাবে বিশেষ গুরুত্ব দান করেন এবং ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে বা মার্চের প্রথমের দিকে ওয়াদা ও আদায়ের তালিকা অত্র অফিসে প্রেরণ করেন বা জলসায়ে আসার সময় সঙ্গে নিয়া আসিবেন এখন থেকে প্রতি মাসের আদায়ের তালিকা সঠিক ভাবে লিখে প্রেরণ করিবেন। সকলকে সালাম ও দোওয়ার আবেদন রইল।

ওয়াসসালাম—খাকসার

সেক্রেটারী শতবার্ষিকী আহমদী জুবলি ফাণ্ড বিভাগ

বাংলাদেশ আঃ আঃ ঢাকা

দোয়ার আবেদন

১। যশোহর আঃ আঃ-এর প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল শুকুর খান দীর্ঘ দিন যাবৎ পেটের জটিল অসুখে ভুগিতেছেন, তাঁহার দ্রুত আরগ্যের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট খাস ভাবে দোয়ার অনুরোধ করা যাইতেছে।

২) নাটাই জামাতের জনাব ওয়ালি উল্লাহ সিকদার সাহেব গত ১/১/৮৩ইং তারিখ হইতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে Prosted gland operation করয় শয্যাসায়ী আছেন। তাঁর দ্রুত আরোগ্যের জন্য সকল মোমেনগণের নিকট দোওয়ার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

—ইনায়েতুল্লাহ সিকদার

চট্টগ্রাম মজলিসে জলসা ১৯ তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে বিগত ১৪ ও ১৫ই জানুয়ারী ৮৩ইং চট্টগ্রাম মজলিসে আনসারুলার ৯ম বার্ষিক ইজতেমা প্রোগ্রাম মোতাবেক বিশেষ কামিয়াবীর সহিত সুসম্পন্ন হয়। ১৪ তারিখ শুক্রবার বিকাল ৩টার সময় কোরান তেলাওয়াত, নযম, আহাদনামা পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কাজ আরম্ভ করা হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব। অসুস্থতার দরুন জনাব আমীর সাহেব ইজতেমায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ঢাকা হইতে জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেব (নাজেমে আলা, আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ) ও জনাব শহিদুর রহমান সাহেব (নাজেমে আলা দোহম) ইজতেমায় যোগদান করিয়া মূল্যবান ভাষণ দান করেন এবং ইজতেমায় যোগদান করিয়া মূল্যবান ভাষণ দান করেন এবং ইজতেমার কাজে উৎসাহিত করেন। নির্ধারিত প্রোগ্রাম মোতাবেক কোরান তেলাওয়াত, নযম ও ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপর অত্যন্ত মূল্যবান বক্তৃতা পেশ করা হয়। বক্তৃতা পেশ করেন জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব, জনাব নুরউদ্দিন আহমদ সাহেব, জনাব মোসলেহ্‌ উদ্দিন খাদেম সাহেব, আহমদুর রহমান সাহেব, জনাব ডাঃ এম, এ, আজিজ সাহেব এবং আরো অনেকে। নামাজ তাহাজ্জুদ ও বাজামাত ওয়াক্তি নামাজ আদায়ের মাধ্যমে প্রায় সমস্ত আনসার এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক খোদ্দাম ও আতফাল এক পবিত্র পরিবেশে শৃঙ্খলভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ইজতেমা কমিটির পক্ষ থেকে থাকা ও খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত ছিল। নাজেমে আলা সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার পরিসমাপ্তি ঘটে।

খাকসার

জেনারেল সেক্রেটারী : আনসারুল্লাহ চিটাগাং।

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ)

"আর্নিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্নিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্নিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ

এইচ. পি. বি. ল্যাবরেটরীজ

১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও বক্স নং ৯০৯ ঢাকা

ফোন ঃ ২৫৯০২৪

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন ষোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়্যেদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar